দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 04 APR 2007 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাবিতে ৪ হাজার ভুয়া শিক্ষার্থী

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দুটি বিভাগে ১৮ ভাগ শিক্ষার্থী ভুয়া সনাক্ত

শাহ্জাহান তুড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার হাজার ভুয়া শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ভর্তি পরীক্ষায় পাশ না করেও বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে ভর্তি হয়েছে এসব শিক্ষার্থী। সম্প্রতি দু'টি বিভাগে অনুসন্ধান চালিয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ১৮ ভাগ শিক্ষার্থীকে ভুয়া বলে সনাক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার জানান, প্রায় সবগুলো বিভাগে ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। আগামী ৯ এপ্রিল 'তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র সভায় সুনির্দিষ্টভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করা হবে। এদিকে ধরাপড়া ভুয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য ফাঁস না করতে ভুয়াভর্তি সিন্ডিকেট প্রশাসনকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা। ২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবিতে ৪ হাজার ভুয়া শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ জানান, শুধু প্রশাসনিক নয়, অভিযুক্ত যে-ই হোক তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। জারি হয়েছে একপ্রকার 'রেড এ্যালার্ট'। ভর্তি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের কোন কর্মকর্তাকে ছুটি না দেয়ার জন্য ভিসি মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে গতকাল (মঙ্গলবার) রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিআইডিতে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থী এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চিহ্নিত অর্থনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগের যথাক্রমে ৩৩ ও ২২ জন শিক্ষার্থীসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর কাছে ভর্তি বাতিলের শোকজপত্র দেয়া হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এদের শোকজের জবাব দিতে হবে।

ওদিকে ভুয়াভর্তি সিন্ডিকেটের সঙ্গে একজন ডিনসহ উচ্চাভিলাষী কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্রনেতা ও একশ্রেণীর বখাটে ছাত্রের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। সুষ্ঠু তদন্ত যাতে বিঘ্নিত হয়, সেজন্য ওঠেপড়ে লেগেছে ভুয়াভর্তির সঙ্গে জড়িতরা। কয়েকটি বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে এ ধরনের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেস্টিজ'র ধুয়া তুলে বিষয়টি চেপে যাওয়ার জন্য চেয়ারম্যানকে পরামর্শসহ কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুয়াভর্তি ধরা পড়ার পর গত ১৫ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ব্যাপক ভিত্তিক তল্লাশির সিদ্ধান্ত হয়, সে অনুযায়ী সব বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলেও সাড়া মেলেনি বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ আনোয়ার হোসাইন সব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে পুনরায় তাগিদ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।

জানা গেছে, ভুয়াভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগই কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অন্যান্য অনুষদেও ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে বলে সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। বি এম আমিনুল ইসলামসহ অর্থনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগের তিন কর্মকর্তাকে প্রাথমিকভাবে ভুয়াভর্তি সিন্ডিকেটের হোতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ভর্তি শাখা প্রধান উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-২) মোজাম্মেল হকের প্রতিও সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ওই বিভাগে ধরা পড়া ১৪টি ভুয়াভর্তির সবগুলোতেই তার স্বাক্ষর রয়েছে। ২০০৬ সালের ২৪ মে ভুয়াভর্তির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত জান্নাতুল আকনান নামে জনৈক ছাত্রীর সুপারিশপত্র সম্পর্কে গতকাল মোজাম্মেল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, স্বাক্ষরটি তার, তবে কম্পিউটারের যুগে স্ক্যান করে বসানোও অসম্ভব নয়। তবে মূলপত্রটি দেখতে চাইলে তিনি তাতে অস্বীকার করেন।

গত ১৫ মার্চ পর্যন্ত কেবল অর্থনীতি বিভাগে ৩৩ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। জানা গেছে, এ পর্যন্ত ওই বিভাগে অনুসন্ধান চালিয়ে আরো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ তদন্তের স্বার্থে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রকাশ করতে রাজি হননি। তবে এ সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর ১৫ ভাগ হবে বলে তিনি জানান। ওদিকে লোকপ্রশাসন বিভাগে গত ১৫ মার্চ পর্যন্ত ২২ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। পরবর্তীতে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বিভাগের মোট শিক্ষার্থীর ২০ ভাগ ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে বলে সূত্র জানায়। এছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটসহ প্রায় সবগুলো বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ছিল সর্বজন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ায় এ গ্রহণযোগ্যতা এখন পুরোপুরি প্রশ্নবিদ্ধ। জানা গেছে, ভুয়া ভর্তির এ চক্রটি ১৯৯৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা বাইরের লোক দিয়ে ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো। গ্রেফতার হওয়া অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র নাসির উদ্দিন জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, মিজান নামের এক লোকের মাধ্যমে অর্থনীতি বিভাগের কর্মকর্তা বিমলের সঙ্গে তার চুক্তি হয়। মিজান তখন তথ্য প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি ছিল। ভুয়া ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানান, পাশ করা শিক্ষার্থীদের সনদ বাতিল এবং আইনী ব্যবস্থার মুখোমুখি করানো হবে।

এদিকে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করার জন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দারের নেতৃত্বে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটিতে অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরিদউদ্দিন আহমেদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ৯ সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হারুণ অর রশিদ, ফার্মেসী অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুর রশিদ, প্রফেসর ড. মোঃ রহমত উল্লাহ, ড. রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর সাদেকা হালিম, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।